শুধু সুন্দরবন চর্চা

একটি বিপন্ন অঞ্চলের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত

Download
Full Edition
at
Rs. 50/-
only

সূচীপত্র

৬ চারিদিকে জল জল ... তবু সংকট - কল্যাণ রুদ্র
১১ সুন্দরবনের জলছবি - সুভাষচন্দ্র আচার্য্য
১৭ অতল জলের মিতা - বরেন্দু মণ্ডল
২১ জলেই মরণ তাহাদের - সৌমেন দত্ত
২০ সুন্দরবনের জার্নাল ঃ সুন্দরবনের মিঠেজল - প্রণবেশ সান্যাল
২৯ সুন্দরবনের আভ্যন্তরীন জলসম্পদ ও বিপন্ন বন্যপ্রাণ - জয়ন্ত কুমার মল্লিক
২৭ হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে জল-সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান সূত্র - উজ্জ্বল দত্ত
২৮ সুন্দরবনের জলে তেলদূষণ - সুপ্রতিম কর্মকার
২৫ জীবন জলের সন্ধানে - শুভদীপ অধিকারী

৪১ চেনা অচেনা সুন্দরবন ঃ গ্রামের নাম সমসেরনগর - উৎপল মন্ডল

৩৭ আমার জীবন আমার সুন্দরবন - তুষার কাঞ্জিলাল
৪৪ সুন্দরবনের গ্রামনাম - গৌতম
৪৫ সুন্দরবন ঘটনাপঞ্জি

নামাঙ্কন ঃ সুন্দরবন দেবব্রত ঘোষ
প্রচ্ছদ ঃ অশোক কুমার ঘোষ
সূচীপত্রের ছবি ঃ সিদ্ধার্থ গোস্বামী

ছবি ঃ অশোক কুমার ঘোষ

চারিদিকে জল জল ... তবু সংকট !

কল্যাণ রুদ্র

Water, Water, everywhere
nor any drop to drink
- The Rime of the Ancient Mariner
Samuel Taylor Coleridge

স্যামুয়েল কোল্ডরিজ সুন্দরবন দেখেন নি, তবু তাঁর এই বিশ্ববিখ্যাত লাইন দুটি পড়লে বর্তমান সুন্দরবনকেই মনে করিয়ে দেয়। বঙ্গোপসাগরের মোহনায় এই জল জঙ্গলে ঘেরা সুন্দরবনে জলের সমস্যা প্রশ্নাতীত। এই সমস্যার কারণও অবোধ্য নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে নবীনতম ভূমিভাগ বলে চিহ্নিত প্রায় নয় হাজার ছশো উনত্রিশ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত ভারতীয় সুন্দরবনে যে চার হাজার চারশ

ছবি ঃ কৌশিক চ্যাটার্জী

অতল জলের মিতা

বরেন্দু মণ্ডল

চারিদিকে জল অথচ সবাই বলে, আমাদের নাকি খুব জলের কষ্ট। নৌকা করে কাকমারির খাল পেরিয়ে চরঘেরী খাল দিয়ে — ডাকুয়াদের বাড়ি, হরগোজ কাঁটার জঙ্গলকে বাঁহাতে রেখে, আমরা জল আনতে যেতাম মুচি পাড়ায়। আমার ছোটোবেলায় দু-তিনটে গ্রাম মিলে ছিল একটা মাত্র টিউকল। হ্যান্ডেলে চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হত,না হলে ছিটকে থুতনিতে এসে লাগত। টিউকল চাপার যে কী আনন্দ!

আমাদের দ্বীপভূমিতে তো বাড়ি বাড়ি টিউবওয়েল ছিল না তখন — এখনও নেই। বারোশ থেকে পনোর'শ ফুট পাইপ বসালে তবেই খাওয়ার জল মেলে। জলের লেয়ারের কী একটাই সমস্যা হয় মাঝে মাঝে — তখন আবার নোনা জল উঠতে শুরু করে। বিধান কলোনির এই কলটা এখনও বেঁচে আছে — এই যা! শ্রাবণ প্রায় শেষ হয়ে এলেও চরঘেরী খালের জল এখনও কলের গোড়ায়। শান বাঁধানো চাতালটা ভেঙে চৌচির। সেই ফাটলের জলে এসে ঢুকেছে খালের টোপরপানা আর ইঁদুর-কানি। কলসি বসাতে বসাতে এবড়ো খেবড়ো ফাটলের মধ্যে সুন্দর একটা কোল তৈরি হয়েছে। ষোলো-সতেরোটা ইটের একটা জমাট থাম-এ দাঁড়িয়ে একটু লাফিয়ে লাফিয়ে কল চাপতে হত আমাকে। ছোটো ছোটো হাত দুটোয় না পেরে উঠলে — মাঝে মাঝে বুক লাগিয়ে চেপে রাখলেই ব্যস — মাটির অতল থেকে উঠে আসবে এক গণ্ডুষ জল। টিউকল চাপার আনন্দ আর যাওয়া-আসার পথে নৌকো বাওয়ার মজায় — প্রায়ই আমি সেই দলে ভিড়ে যেতাম। কোথাও কোনো কষ্ট নেই কিন্তু।

নৌকোর বড়ো খোপগুলোয় তিনটে আর ছোটগুলোয় দুটো করে জলভর্তি কলসি চাপিয়ে একই পথে ফেরা — তবে ফেরার পথে একটু সমস্যা হত। সব কলসি কাকমারি খালের বাঁধে নামিয়ে — তারপর চরঘেরী খাল থেকে নৌকোটাকে ওপোড় দিয়ে কাকমারির খালে ফেলতে হত। হাত দিয়ে দুদিক জল ছিটাতে ছিটাতে মাটির রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে গেলেই — নৌকোটা সহজেই টপকে আমাদের খালে আনা যেত। তোলা-ফেলা

ছবি ঃ অশোক কুমার ঘোষ

জলেই মরণ তাহাদের ?

সৌমেন দত্ত

ভাগ্যিস, ভগীরথ গঙ্গাকে জপিয়ে এই বঙ্গে এনেছিলেন ! জল না থাকলে 'সুন্দরবন' নামে আশ্চর্য ব-দ্বীপের জন্ম হতো? সাড়ে চুয়াল্লিশ লাখ মানুষ, ৩৩৪ প্রজাতির গাছ, শত শত পশুপাখি কোথায় আশ্রয় পেত? এই যে লবণাম্বু বৃক্ষসকল পরিবেশ শোধনে স্বেচ্ছাসেবী, তারা না থাকলে বাতাস তো দূষণ ভারে আরও নুয়ে পড়ত। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভগীরথের গঙ্গানায়ন কাহিনী এক সময় একটা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছয়, যখন আপন খাতে গঙ্গা তার স্বভাববাহিতার পদ্মার পথে চলতে চাইছেন এবং ভগীরথ অনেক স্তুতি, তপস্যায় শেষ পর্যন্ত ভাগীরথীকে নামিয়ে আনেন এই বঙ্গে'... (সৌজন্য নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী)। গঙ্গা হিমালয়ের শীর্ষ থেকে পলি নিয়ে এসে এই বঙ্গে চরের জন্ম দিল। ষাট হাজার সগর পুত্রের জীবন বাঁচাতে গিয়ে উত্তরসূরিদের একটা নতুন ঠিকানা দিলেন ভগীরথ। তারপরে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রে কত জল বয়ে গেছে। জলধারা নতুন নতুন উপদ্বীপ গঠন করেছে। ভূমি ক্রমশ দক্ষিণে নিচু হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে।

জল তো ভাটির দেশের জিয়নকাঠি। জীবনের পরতে পরতে জল যোগায় নদী। নদী চর গড়ে সর্বহারাকে ঘর বাধার স্বপ্ন দেখায়। বর্ষায়, জলোচ্ছাসে দু পারের নিচু জমিতে উথলে উঠে ডানা মেলে। মোহনা তীরে পলি জমে মাটি সুজলা সুফলা। বিশ্বের বৃহত্তম বাদাবনে সবুজের ফাঁকে সোনালি ধানের ঢেউ। জলের মাছ, মাঠের ধান, জঙ্গলের মধু পেটের অন্ন যোগায়। সবই জলের কেরামতি। বদ্বীপের মোহনায় পলি জমানো, পুস্টি যোগানো, জমি ধোয়া, লবণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ, লবণাম্বু বাঁচানোর কাজ করে নদী শৃঙ্খল। গঙ্গা পদ্মার শাখা নদীগুলোকে কেন্দ্র করে জল নিষ্কাশনের এক সুষম ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে দীর্ঘ প্রক্রিয়ায়।

অবশ্য সবটা ইতিবাচক নয়। বনবাসীকে জল জীবন দেয়, কেড়েও নেয়। আবহাওয়ার দয়াদাক্ষিণ্যের ওপর জলের চরিত্র নির্ভরশীল। ঝড়বৃষ্টি জলকে উস্কে দেয়। গ্রীষ্ম জলকে রিক্ত করে। শীতকালে নদীজল সাপের মত ঘুমিয়ে কাটায়। জল হাওয়ার খামখেয়ালিতে বদ্বীপের পরিবেশ এত ঘন ঘন উথাল-পাথাল হয়

ছবি ঃ সিদ্ধার্থ গোস্বামী

সুন্দরবনের আভ্যন্তরীন-জলসম্পদ ও বিপন্ন বন্যপ্রাণ

জয়ন্ত কুমার মল্লিক

অখন্ড সুন্দরবন পৃথিবীর একক বৃহত্তম জোয়ার-অরণ্য (Tidal Forest) বা বাদা (Wetland) বন, বাংলার প্রাকৃতিক সুরক্ষা প্রাচীর, যার সাথে জড়িয়ে আছে কিংবদন্তী কড়চা - 'বেহুলার ভেলা ভেসে এসেছিল নেতিধোপানির ঘাটে', যার প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে অমিতাভ ঘোষের 'হাংরি টাইড' অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'। লবণাম্বু উদ্ভিদ (ম্যানগ্রোভ) দিয়ে গড়া সুন্দরবন ভাঙ্গাগড়া ও পরিবর্তনের নিরিখে আর দশটা বন থেকে ভিন্ন। সুন্দরবনের কোথায় কী গাছ বা বন্যপ্রাণি, কম না বেশি হবে তাও নির্ভর করে এখানকার জল ও মাটির লবণাক্ততার পরিমাণের ওপর, যার হ্রাস-বৃদ্ধি সুন্দরবনের উদ্ভিদকে ম্যানগ্রোভ দুনিয়ায় অনন্য করে তুলেছে। সুন্দরবন পৃথিবীর একমাত্র ব্যাঘ্রাবাস যেখানে বন্যপ্রাণেদের সহনশীলতা ও অভিযোজনের মাধ্যমে এই পরিবর্তনশীল পরিবেশে জোয়ার-ভাঁটা, জলোচ্ছাস, লবণাক্ততা, ঝড়-ঝঞ্ঝার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। আর যারা মানিয়ে নিতে না পারে তারা অবলুপ্ত হয়ে যায়, যেমন হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে বুনো মহিষ, ছোট ও বড় এক শৃঙ্গ গন্ডার, পারা হরিণ, বারশিংগা, স্বাদু জলের কুমির সহ বিভিন্ন প্রাণির ক্ষেত্রে।

সুন্দরবনের অবস্থান এমন একটা জায়গায় যা ত্রিভুজাকৃতির, বঙ্গোপসাগরের শীর্ষবিন্দুতে গাঙ্গেয় মোহনায় অবস্থিত। এই গাঙ্গেয় মোহনার মহীঢাল খুব মসৃণভাবে সমুদ্রে নেমে গেছে বলে আন্দামান সাগরে উৎপন্ন ঘূর্ণিঝড়গুলোর উত্তরমুখী যাত্রায় মহীঢালের অগভীরতার কারণে জলোচ্ছাস (জোয়ার) অত্যন্ত উঁচু হয়ে আসে। নদীগুলোর মূলস্রোত জোয়ার পথ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আহ্নিক গতির ফলে ২৪ ঘন্টায় দু'বারের জোয়ার-ভাঁটায় এই অঞ্চলের মাটি এবং জল একটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। জোয়ারের সময় সাগরের লবণাক্ত জলে এই বনের অধিকাংশ নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। আবার ভাঁটার সময় সমুদ্রের জল নেমে গেলে নদীর মিষ্টি জল লবণাক্ত মাটিকে সিক্ত করে।